আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ' ২০০০

উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র

৫-৮ সেপ্টেম্বর

বাঁচার জন্য শিক্ষা চাই
শিক্ষা ছাড়া উপায় নাই

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ

আপনার আশে পাশের প্রতিজন নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তুলুন

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় ঃ ডন অ্যাডভার্টাইজিং লিঃ

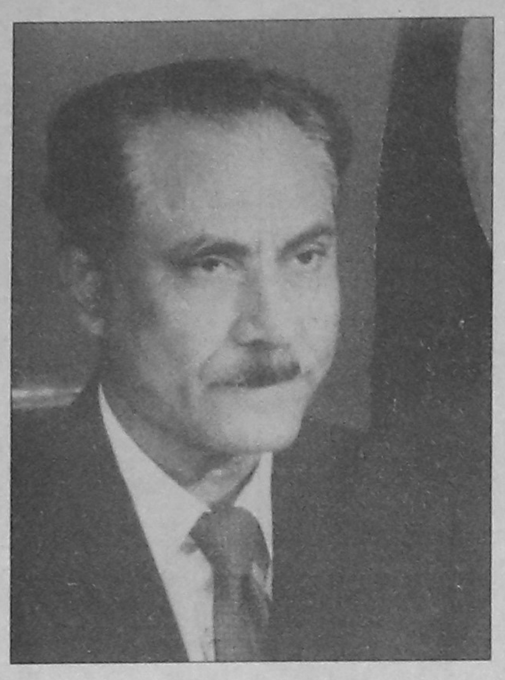

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বাণী

শিক্ষা রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। সর্বস্তরের জনগণের কাছে এই সত্যকে তুলে ধরার প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনের গুরুত্ব অপরিসীম।

দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। দিন দিন এই কার্যক্রমের পরিসর সম্প্রসারিত হচ্ছে। সরকার ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ইতোমধ্যে সাক্ষরতার হার শতকরা ৬২ ভাগে উন্নীত হয়েছে। এ বছরের শেষ নাগাদ তা শতকরা ৬৫ ভাগে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এজন্য সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০ সফল হোক, এই কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

জয় বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ-২০০০ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সমাজের সর্বস্তরে উদ্দীপনা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমাদের সরকার জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করার নীতিতে বিশ্বাসী।এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে দেশে সাক্ষরতার হার ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। নির্ধারিত ২০০৬ সালের আগেই আমরা জাতিকে সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরতা মুক্ত করতে বদ্ধ পরিকর। শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছে। আমাদের এ জাতীয় সাফল্য শিক্ষার আলো জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে দেশের জনসাধরণকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। নতুন শতাব্দীতে দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে দেশবাসীকে দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসার জন্য আমি আহবান জানাই । সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় আমরা নিক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হব বলে আমি দৃঢ় আশাবাদী।

আমি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
এবং
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ

বাণী

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষা প্রসারের জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিক্ষা বিস্তারকে সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করে শিশু-কিশোরদের শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করার কার্যকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। এ লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ের আওতাভূক্ত করাই বর্তমান সরকারের প্রধান অভিপ্রায়।

বর্তমান সরকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি দেশব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমও চালিয়ে যাচ্ছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত নিরক্ষরদের সাক্ষর করে তোলা হচ্ছে। অন্যদিকে নব্য সাক্ষরদের জীবনমান উন্নয়নেরও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার ৬২ শতাংশের বেশী। বাংলাদেশ সাক্ষরতার ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ দু'বছর আগেই ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছে। এই প্রেক্ষাপটে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০ উদযাপন জনগণের মনে সুদুর প্রসারী প্রভাব ফেলবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ এস এইচ কে সাদেক)

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার নতুন দিগন্তঃ সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা

দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা বিস্তারে পরিকল্পিত বিনিয়োগের সংগে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক কল্যাণ, পরিবেশের সুব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বর্তমান সরকার শিক্ষা বিস্তারকে সামাজিক আন্দোলন তথা একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে। শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনের ফলে মানব সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বে একটি উন্নত দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার প্রকল্প (ইনফেপ) গ্রহণ করা হয়। ১৯৯১-১৯৯৭ সময়ে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের আওতায় ২৪.৭ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হয়। উল্লেখ্য যে, এ সময় এ প্রকল্পের আওতায় প্রথমে লালমনিরহাট ও পরে চুয়াডাঙ্গা জেলা সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের আওতায় নিরক্ষর মুক্ত করা হয়। পরকর্তীকালে ৩৪৫.৫৪ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষর করার লক্ষ্য নিয়ে ১,২৭,৬৬২.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরো চারটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প গৃহীত হয়।

এই প্রকল্প চারটির আওতায় ৬৬.২৮ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা জ্ঞান দেয়া হয়েছে এবং আরও ৫৬.৭৪ লক্ষ শিক্ষার্থীকে সাক্ষরতা কর্মসূচির আওতাভূক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত লালমনিরহাট, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, রাজশাহী ও জয়পুরহাট জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে এবং আরও দুটি জেলা- নড়াইল ও গাজীপুর অচিরেই নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হবে। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন চারটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প সমাপনান্তে ২০০৩ সালের শেষ নাগাদ বয়স্ক সাক্ষরতার হার শতকরা ৮০ ভাগ অতিক্রম করবে বলে আশা করা যায়। অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শত ভাগের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষা চক্রে ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার লাভ করেছে।

মানবজীবনে শিক্ষা এক অন্তহীন স্রোতধারা যা আমৃত্যু প্রবাহমান। মানুষ আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে যে সাক্ষরতা অর্জন করে তা দীর্ঘস্থায়ী নয়। এ জন্য প্রয়োজন সাক্ষরতা-উত্তর অব্যাহত শিক্ষা। প্রতিনিয়ত শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে চেতনা সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করে। সাক্ষরতার পরবর্তী ধাপ হচ্ছে সাক্ষরতা-উত্তর পর্যায়। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন সাক্ষরতা কোর্সের সাথে বেসরকারী সংস্থার ক্ষেত্রে ৪ মাস এবং সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে ৩ মাসের সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচির ব্যবস্থা আছে। সাক্ষরতা পর্যায়ের প্রত্যেকটি কেন্দ্রের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর কেন্দ্রের ব্যবস্থা রয়েছে।

এছাড়া এই সাক্ষরতা জ্ঞানকে ধরে রাখা এবং অব্যাহত শিক্ষা প্রদানের জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৯৩৫টি গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র সমুহে সাক্ষরতা চর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার আয় সৃজনী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্রের লক্ষণীয় সাফল্য এবং বিভিন্ন সমীক্ষা, কর্মশালা, সেমিনার, প্রতিবেদন ও মতবিনিময় সভার আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পর্যাপ্ত ও যুগোপযোগী।

সাক্ষরতাকে একটি কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করার উপর নির্ভর করছে নব্য সাক্ষরদের অর্জিত সাক্ষরতা ধরে রাখা, দৈনন্দিন জীবনে সাক্ষরতার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরা এবং তাদের জীবন মানের উন্নয়ন করা। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর একটি নতুন, যুগোপযোগী ও কার্যকর সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচির রূপরেখা তৈরী করেছে এবং তার ভিত্তিতে দেশের ২৩টি এলাকায় বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে পাইলট আকারে কর্মসূচি বাস্তবায়ন কাজ চলছে। পাইলট প্রকল্পের রূপরেখা অনুসরণে সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে নব্য সাক্ষরদের অর্জিত সাক্ষরতা দক্ষতাকে পরিশীলিত করা এবং নব্য সাক্ষরদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা। সাক্ষরতা উত্তর পর্বে নব্য সাক্ষরদের বিভিন্ন প্রকারের দক্ষতা প্রশিক্ষণ সম্পর্কে অবহিত করা হবে যাতে তারা অব্যাহত শিক্ষা পর্বে সে সব দক্ষতা ভালভাবে কাজে লাগাতে পারে। সাক্ষরতা-উত্তর পর্ব মূলত মৌলিক সাক্ষরতা পর্ব ও অব্যাহত শিক্ষা পর্বের মধ্যে 'সেতু বন্ধন' হিসেবে কাজ করবে এবং একজন মৌলিক সাক্ষরতা কোর্স সম্পন্নকারীকে অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে।

ইতোমধ্যে পাইলট প্রকল্পের সাক্ষরতা-উত্তর পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অব্যাহত কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পাইলট কর্মসূচি শেষে দেশের সর্বত্র অনুরূপ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা নিরূপণ করে সংস্থাগুলো এক বা একাধিক মডেল সৃষ্টি করবে। এ বিষয়ে সরকারের লক্ষ্য হলো পাইলটিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত মডেল/মডেলসমূহ দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করা। এ বিষয়ে এসডিসি, বিশ্বব্যাংক এবং এডিবির সহায়তায় সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক ও এসডিসির অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পটি আগামী জানুয়ারী, ২০০১ সালে শুরু হতে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক ও এসডিসি সহায়তায় বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের সাহায্যে পাঁচ বছরের জন্য সারা দেশের ২৩০টি উপজেলার প্রতিটিতে গড়ে ৩০টি করে সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করে মোট ১৬.৫৬ লক্ষ নব্য সাক্ষরকে প্রকল্পের কর্মসূচিভূক্ত করা হবে। এডিবি এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে অপর সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্পটির সাহায্যে দেশের অবশিষ্ট এলাকা কর্মসূচিভূক্ত হবে।সাক্ষরতা-উত্তর কেন্দ্রগুলো নব্য-সাক্ষরদের অর্জিত সাক্ষরতার দক্ষতা সুসংহত করা, ধরে রাখা ও মান উন্নত করার জন্য ৩ মাস মেয়াদী সাক্ষরতা-উত্তর শিক্ষা দেবে। পরবর্তী ৬ মাস মেয়াদে নব্য সাক্ষরদের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক আয়ের দ্বারা তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করার জন্য তাদের কর্মসংস্থান ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীদের ইপ্সিত বিষয়ে নিয়োগকর্তার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। স্ব-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদায়ী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে দেয়া হবে এবং ব্যক্তি উদ্যোগের জন্য পরামর্শ ও কারিগরী সহায়তা দেয়া হবে। কেন্দ্রসমূহে নব্য সাক্ষরদের শিক্ষা চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য নব্য সাক্ষরদের উপযোগী পেশা ভিত্তিক কমপক্ষে ১২৫টি ইস্যুর উপর বই (অনুসারক), সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, ২টি দৈনিক পত্রিকা, একটি রেডিও এবং একটি টেলিভিশন রাখা হবে।

স্থানীয় বাজারে দ্রব্য ও সেবার চাহিদা, কর্মসংস্থানের ও স্ব-কর্মসংস্থানের বিদ্যমান সুযোগ বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও চিহ্নিতকরণ কাজ পরিচালিত হবে। নির্বাচিত বেসরকারী সংস্থা, নব্য-সাক্ষর, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, কেন্দ্রের সহায়কবৃন্দ, সুপারভাইজার এবং কর্মসূচি সংগঠক (বেসরকারী সংস্থা) সহ সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

এ প্রকল্পের অধীনে সর্বমোট ২৩০ জন কর্মসূচি সংগঠক নিয়োজিত থাকবেন। দেশের ৬টি বিভাগের ২৩০টি উপজেলায় এরা কাজ করবেন। কোন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এনজিও বা অন্য কোন বেসরকারী সংস্থা কর্মসূচি সংগঠক হিসেবে কাজ করতে পারে। কর্মসূচি সংগঠক স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান সুবিধাদি এবং স্থানীয় বাজারের চাহিদার আলোকে দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা, অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক এবং কেন্দ্র ব্যবস্থপনা কমিটি (সিএমসি)-কে কোর্স প্রণয়ন ও সময়সূচি নির্ধারণ করতে পরামর্শ ও সহায়তা দেবে। উক্ত কমিটি কেন্দ্রগুলোকে শিক্ষার্থীদের জন্য অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ, ঋণ সুবিধা আয়-বর্ধনকারী কর্মসূচি এবং কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করতে সহায়তা করবে।

সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার কর্মসূচি ৯ মাস মেয়াদী হবে যার মধ্যে প্রথম ৩ মাস সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচির জন্য নির্ধারিত থাকবে। পরবর্তী ৬ মাস ব্যবহৃত হবে অব্যাহত শিক্ষার জন্য। দেশের ৬টি বিভাগের ২৩০টি নির্বাচিত উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে। জুলাই ২০০১ সাল থেকে জুন ২০০৫ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এ কর্মসূচি। প্রতিটি উপজেলায় গড়ে ৩০টি করে সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হবে। প্রতিটি কেন্দ্র প্রতিটি কর্মদিবসে ২টি অধিবেশনে বিভক্ত হবে; ১টি অধিবেশন পরিচালিত হবে মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য এবং অন্যটি পরিচালিত হবে পুরুষ শিক্ষার্থীদের জন্য। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূচিত মৌলিক সাক্ষরতা কোর্স সম্পন্নকারী নব্য সাক্ষর পুরুষ ও মহিলা কেন্দ্র প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত হবেন । প্রতি অধিবেশনে ৩০ জন করে শিক্ষার্থী থাকবে। সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা উভয় পর্যায়ে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা সহায়ক থাকবেন অর্থাৎ প্রতিটি সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষাকেন্দ্রে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা সহায়ক থাকবেন। এক্ষেত্রে অব্যাহত শিক্ষা পর্যায়ে (পরবর্তী ৬ মাস) কোন সুপারভাইজার থাকবে না। সহায়ক ও সুপারভাইজারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে যথাক্রমে এইচ,এস,সি ও ব্যাচেলার ডিগ্রী পাস। সাক্ষরতা-উত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থী কর্তৃক ইতোপূর্বে অর্জিত সাক্ষরতা দক্ষতা (Literacy Skill) দৃঢ়করণ, ব্যক্তিজীবনে সাক্ষরতা দক্ষতার ব্যবহার ও বিভিন্ন ধরণের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদানের উপর জোর দেয়া হবে। অন্যদিকে অব্যাহত শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষার্থীর চাহিদা, স্থানীয় বাজার চাহিদা ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের সুবিধা যাচাই পূর্বক সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন ধরণের আয় সৃজনী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। বাস্তবতা বিবেচনায় প্রশিক্ষণের মেয়াদ বিষয় ভেদে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। তবে সাধারণভাবে এ মেয়াদ শেষ হবে ৯ মাসে। প্রতিটি উপজেলায় গড়ে ৩০টি সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হবে এবং প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতি বছরে ৬০ জন (৩০ জন পুরুষ ও ৩০ জন মহিলা) নব্য সাক্ষরকে সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কোর্সের আওতায় আনা হবে। এভাবে সকল কেন্দ্র টানা ৪ বছর চলবে। সরকার প্রচলিত এনজিও নির্বাচন নীতিমালার ভিত্তিতে সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার কর্মসূচি পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এনজিও বাছাই করবে। সাক্ষরতা-উত্তর পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট এনজিও স্বীয় তত্ত্বাবধানে কর্মসূচি পরিচালনা করবে। ইস্যুভিত্তিক (সাধারণ আয়বর্ধক) আলোচনা করবেন।

প্রতিটি সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য ৫-৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি মাত্র কেন্দ্র ব্যবস্থপনা কমিটি থাকবে। কেন্দ্র সহায়ক এ কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হবেন অপর সহায়ক, সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ও শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবক। প্রতি কমিটির অন্ততঃ দুজন সদস্য মহিলা হবেন। এ কমিটি প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার মিলিত হয়ে কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা পূর্বক উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগের প্রতিটিতে একটি করে ৪ জন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি বিভাগীয় টীম থাকবেন। বিদ্যমান এবং সুপ্ত শিল্প বাজারের প্রবণতা বিশ্লেষণ করে টীমগুলো প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণয়ন করবে যাতে করে বাজারের সুবিধা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা যায়। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সারাদেশে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

স্থানীয় জনসাধারণের সমর্থন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় প্রচার ও অন্যান্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মকান্ড অব্যাহতভাবে পরিচালিত হবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বাস্তবায়িতব্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে একসূত্রে গাঁথা থাকবে যেন সকল সময়ে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং ছকসমূহ হবে সহজ, কার্যকর ও ব্যবহার উপযোগী। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাটি এমন হবে যেন দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা যায়। এ ব্যবস্থা অব্যাহতভাবে প্রকল্প কর্মকান্ডের সংখ্যাগত ও গুণগত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

বাংলাদেশে সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি মানব সম্পদ উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে। আমরা আশা করবো এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠী পরিণত হবে দক্ষ কর্মীতে। নিজের জীবনমান উন্নয়নের সাথে সাথে দেশকেও নিয়ে যাবে সাফল্যের সোনালী দরজায়। সেই দিন আর বেশী দূরে নয়।

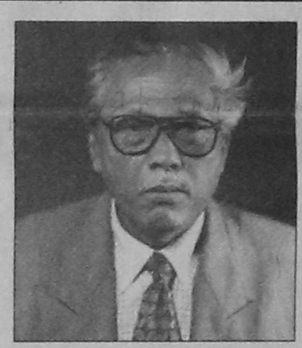

প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিক্ষা মানুষের জীবনমান উন্নয়নের মূলমন্ত্র ও মূল চাবিকাঠি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চাই শিক্ষা । শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ ও জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে আনার ও সকল বয়স্ক নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলার ব্যবস্থা নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি দেশব্যাপী উপানুষ্ঠনিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশকে সোনার বাংলা হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সোনার মানুষ তৈরীর স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ জন্য তিনি কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহকে সরকারীকরণ করে নবসৃষ্ট জাতির শিশু কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন। শিক্ষা কমিশন গঠন করে শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে নবগঠিত জাতিকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বর্তমান সরকারও সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার স্বল্পতম সময়ে জাতিকে নিরক্ষরমুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে । সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা পেলে সরকার সথাসময়ে এই অঙ্গীকার পূরণ করতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বাংলাদেশ সরকারের সাক্ষরতা কর্মসূচি বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ সাক্ষরতা ক্ষেত্রে 'ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার' অর্জন করেছে। বিশ্বে বাংলাদেশের সাক্ষরতা কার্যক্রম মডেল হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০ দেশের গণমানুষকে শিক্ষার প্রতি আরো বেশি উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০০০ এর প্রতিপাদ্য বিষয় ''বাংলাদেশের সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন ''।

আমি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শ্রী সতীশ চন্দ্র রায়

বাণী

শিক্ষাই শক্তি, শিক্ষাই মুক্তি । শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ ও জাতির উন্নতি হতে পারে না। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষর করে তোলার জন্য দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নব্য সাক্ষরদের অব্যাহত শিক্ষা ধারাকে ধরে রাখার জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার ওপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে "বাংলাদেশের সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন কৌশল"শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমান কর্মধারা অব্যাহত থাকলে খুব অল্প সময়ে দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করা যাবে এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ইতোমধ্যেই আমাদের অর্জিত বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৬২ শতাংশের উর্ধ্বে উন্নীত হয়েছে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণই আমাদের কর্মসূচির শেষ কথা নয়। আগামী দিনের সাক্ষর জন গোষ্ঠীর জন্য অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি নিশ্চিত করা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ নব্য সাক্ষরগণ যাতে পুনরায় নিরক্ষর হয়ে না পড়ে তার জন্য অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকলের সম্মিলিত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব।

আর্ন্তজাতিক সাক্ষরতা দিবস ও বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০ উদযাপন সাক্ষরতা অভিযানের প্রতি জনগণের সচেতনতা ও অংশিদারিত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং এ আন্দোলনের ধারাকে আরোও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।
আমি এ সপ্তাহ ও দিবসের সাফল্য কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ.এস. এম. আবদুল হালিম)
মহাপরিচালক
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর